যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ গবেষকের তালিকায় মেহেরপুরের মোখলেসুর

যুক্তরাষ্ট্রের স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, সাইটেক স্ট্র্যাটেজিস এবং নেদারল্যান্ডসের এলসিভেয়ার বিশ্বের ১ লাখ গবেষক ও বিজ্ঞানীকে নিয়ে সম্প্রতি একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে শীর্ষের দিকে অবস্থান করছেন বাংলাদেশি-অস্ট্রেলিয়ান গবেষক মোখলেসুর রহমান।

বিজ্ঞানের ২২টি শাখার ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা ওই গবেষক তালিকাটি। এটি রিসার্চ ডেটা কোম্পানি মেন্ডেলিতে সংরক্ষণ করা হয়েছে। গত অক্টোবরের ওই তালিকায় ঠাঁই করে নেওয়া মোখলেসুর রহমানের ৬৫টির বেশি নিবন্ধ বিশ্বের নামকরা আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর সেসব গবেষণা অন্য গবেষকদের কাজে বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। মোখলেসুর রহমানের প্রকাশিত নিবন্ধগুলো সাড়ে ৩ হাজারবারেরও বেশি সাইটেশন হয়েছে। তাঁর গবেষণার এইচ-ইনডেক্স ৩৪। অর্থাৎ, তাঁর এমন ৩৪টি নিবন্ধ আছে যার প্রতিটি কমপক্ষে ৩৪ বার করে উদ্ধৃত হয়েছে। ফলে গবেষকদের তালিকায় শীর্ষ দুই শতাংশ গবেষকের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন এ মেধাবী বিজ্ঞানী।

বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ডেকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর ফ্রন্টিয়ার ম্যাটেরিয়ালস (আইএফএম)-এ সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তরুণ এ গবেষক কাজ করেছেন শক্তিসঞ্চয় এবং শক্তির রূপান্তর নিয়ে। গবেষণার মাধ্যমে তিনি অনেকগুলো নতুন এনার্জি স্টোরেজ ম্যাটেরিয়াল উদ্ভাবন করেছেন।

মোখলেসুর রহমানের উদ্ভাবিত আবিষ্কারগুলো অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন মিডিয়ায় ফলাও করে প্রকাশ করেছে। মোখলেসুরের জন্ম বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার মহব্বতপুর গ্রামে।

তিনি গাংনী পাইলট হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত রসায়নে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর বায়োমেডিকেল রিসার্চ-এ আর্সেনিক গবেষক হিসেবে যোগ দেন। বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত ‘শাপলা’ আর্সেনিক ফিল্টারের মূল উপাদান

‘□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□’ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□

□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

Couple’s death sentence

A court here sentenced death penalty to husband and his first wife in a murder case today.
The victim was identified as Zarina Khatun who was the second wife of convict husband.
The convicts are Saidul Islam, son of Nabisuddin and his first wife Jamela Khatun of village Jadobpur under sadarupazila of the district. The accused were absconding when the verdict is announced.
Ripti Kumar Biswas, Additional District and Sessions Judge pronounced the verdict around 11am on Monday.
According to the case statement, Saidul Islam of Jadavpur village of Sadarupazila and his first wife Jamela Khatun killed his second wife Zarina Khatun in 2010 and put her in a potato field. Police recovered the body a few days later. On January 7, 2010 Zarina Khatun’s sister Ferdousi Khatun filed a murder case against five people at Meherpur Police Station. When Saidul Islam and his first wife Jamela Khatun were arrested on suspicion of involvement in the incident and taken to court, they confessed their guilt under Section 164. Three people were released from the chargesheet as they were not involved in the incident. Fourteen witnesses testified in the case. The court passed the order after a long review of the statements and evidences of the accused.
Additional Public Prosecutor Kazi Shahidul Haque pleaded the case on government side while Advocate Nargis Ara pleaded for

the accused.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কম্বল বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মোঃ মাসুম বিশ্বাস, ইউপি সদস্য, মোঃ রহমত আলী ও মিরপুর উপজেলা তাঁতী লীগের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ জুয়েল হোসেন সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

তাঁতীলীগের উদ্যোগে দুস্থ, পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে কম্বল বিতরণে এমন মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার সুধীজন।

হাড়কাঁপানো এ শীতে কম্বল হাতে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে কম্বল পাওয়া প্রান্তিক মানুষরা। দু’চোখে খুঁজে ফিরেছে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা। সেই সঙ্গে কম্বল পাওয়া দরিদ্র মানুষরা সাধুবাদ জানান।

এ মাসেই বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের টিকা চলে আসবে : হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব-উল আলম হানিফ বলেছেন, একটি কোম্পানির সঙ্গে সরকারের চুক্তি হয়েছে। এ মাসেই বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের টিকা চলে আসবে। এই টিকা যাতে জনগণ বিনামূল্যে পেতে পারে সে পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার। এই লক্ষ্যে সরকারি তহবিল গঠন করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া পিটিআই রোডে এমপির নিজ বাসভবনে সদ্য জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

করোনার টিকা নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামের বক্তব্যের সমালোচনা করে হানিফ বলেন, তার আস্থা না থাকলেও ভ্যাকসিন নিয়ে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা রয়েছে। শুধু কথা বলার

জন্যই তিনি বলেন। ক্লাব থেকে ভ্যাকসিনের প্রাপ্তদের তালিকা করার কথা শুনেছেন ফখরুল। তার কানে জনগণের কথা পৌঁছায় না।

আওয়ামীলীগের এই নেতা আরও বলেন, পাকিস্তান প্রেমীদের জন্য কষ্টদায়ক যে, বাংলাদেশের রিজার্ভ দ্বিগুণ পেরিয়ে গেছে। গত ১০ বছরে শেখ হাসিনার সরকার ৬ বিলিয়ন ডলার থেকে ৪৩ বিলিয়ন ডলারে পৌছে গেছে। যেখানে পাকিস্তানের রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলার।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলামসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে তিনি কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচিতে যোগ দেন।

৭৫ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি পেলো কুষ্টিয়া জেলা আ’লীগ

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। দলীয় সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ৭৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেন।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী সহ পূর্নাঙ্গ কমিটির সকলে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জননেতা মাহবুব-উল-আলম হানিফ এমপির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ নতুন কমিটিতে যারা জায়গা পেয়েছে : সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সহ-সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, জাহিদ হোসেন জাফর, মিসেস লায়লা আরজুমান বানু, শেখ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ মিন্টু, চৌধুরী মুরশেদ আলম মধু, মোঃ হাবিবুল্লাহ, বেগম নূরজাহান মিনা,

মতিয়ার রহমান মজনু, ডাঃ আমিনুল হক রতন, নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, অ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসগর আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার ঘোষ, শেখ হাসান মেহেদী, প্রকৌশলী ফারুক উজজামান, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. হারুন অর রশিদ, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক লিয়াকত আলী, তথ্য ও গবেষনা বিষয়ক সম্পাদক হাজী রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, ত্রান ও সমাজ কল্যান সম্পাদক মতিয়ার রহমান মতি,

দপ্তর সম্পাদক আলহাজ্ব তরিকুল ইসলাম মানিক, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আলহাজ্ব সেলিনুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক রুহুল আজম, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মীর শওকত আলী বকুল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক মোমিনুর রহমান মোমিজ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এড. শিলা বসু, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মানিক কুমার ঘোষ, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক খন্দকার ইকবাল মাহমুদ, শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক অ্যাড. নাসরিন সুলতানা সুইটি, শিল্প ও বানিজ্য বিষয়ক সম্পাদক আফাজ উদ্দিন আহম্মেদ জিন্নাহ, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ একেএম মুনির, সাংগঠনিক সম্পদক আমজাদ হোসেন রাজু, অ্যাড. হাসানুল আসকার হাসু, মাযহারুল আলম সুমন, উপ-দপ্তর সম্পাদক শাহাজ্জুল হোসেন, উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল লতিফ দীঘা, কোষাধ্যক্ষ অজয় সুরেখা।

সদস্যবৃন্দ মোঃ আনোয়ার আলী, আফাজ উদ্দিন আহমেদ,অ্যাড. আসম আখতারুজ্জামান মাসুম, আলহাজ্ব আমিরুল ইসলাম, তাইজাল আলী খান, মিসেস সুলতানা তরুন, আব্দুর রউব, অ্যাড. আঃকাঃমঃ সরওয়ার জাহান বাদশাহ্, সেলিম আলতাফ জর্জ, বেগম রাশিদা লাইট, আব্দুল মান্নান খান, রেজাউল হক চৌধুরী, রফিকুল আলম চুন্নু, অ্যাড. শরীফ উদ্দিন রিমন, শামসুজ্জামান অরুন, রবিউল ইসলাম রবি, আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান মিঠু, আলহাজ্ব অ্যাড. আব্দুল হালিম, শফিউর রহমান মন্টু, কামারুল আরেফিস,

আক্তারুজ্জামান বিশ্বাস, আনোয়ারুজ্জামান মজনু, আতাউর রহমান আতা, বাবুল আক্তার, প্রভাষক তারিকুল ইসলাম, এড. জিয়াদুল ইসলাম, আরিফুল ইসলাম তসর, আলহাজ্ব শামীম উল ইসলাম ছানা, অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক রাজা, রহিম উদ্দিন খান, আব্দুর রউফ পদ্মা, হাবিবুল হক পুলক, সুফী ফারুক ইবনে আবু বকর, আবুহেনা মোস্তফা কামাল মকুল, নাসির উদ্দিন মৃধা, রেজাউল হক।

৭৫ সদস্য বিশিষ্ট কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের পুর্ণাঙ্গ কমিটি জননেতা মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি কুষ্টিয়ায় এসে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষনা দেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র আশরাফুল ইসলামের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

আসন্ন গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মেয়র আশরাফুল ইসলাম। সোমবার বেলা ১১ টার দিকে তার নিজস্ব বাসভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে আসন্ন নির্বাচনে প্রচারণায় বাঁধার সম্মুখীন ও কর্মীদের হুমকী ধামকী দেয়া হচ্ছে বলে দাবী করেন। সেই সাথে তুলে ধরেন বিগত দিনের উন্নয়ন।

আশরাফুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী আহম্মেদ আলীর (নৌকা প্রতীক) সমর্থকরা আমার কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন।

গত রোববার আমার বাড়ীর সম্মুখে নির্বাচনী অফিসে এসেও কর্মী সমর্থকদের ভয়ভীতি দেখিয়ে গেছেন। এ ছাড়াও প্রচার মাইক ভাংচুর করা হয়েছে বলেও জানান আশরাফুল ইসলাম।

তিনি আরো জানান, বর্তমান নৌকার প্রার্থী বিরোধী দলীয় বিএনপি’র সাথে হাত মিলিয়ে আমি যাতে পৌর নির্বাচনে জয়লাভ না করতে পারি তা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। যার ফলে বিএনপি নির্বিঘ্নে প্রচারণা চালিয়ে গেলেও আমি ও আমার লোকজন প্রচারণা চালাতে পারছিনা। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

অপরদিকে বিগত দিনের উন্নয়ন তুলে ধরে তিনি বলেন, নিরলসভাবে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে পৌরসভাকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নিত করেছেন। এ ছাড়াও পাঁকা সড়ক নির্মাণ, সড়ক বাতি, ড্রেনেজ

ব্যবস্থাসহ পৌরবাসীদের সেবাদানে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনে বিজয়ী হলে উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

তিনি বলেন, দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচিত হলে পৌরবাসীরা বাড়ি থেকে পা ফেল্লেই পৌরসভার উন্নয়নের স্পর্শ পাবেন।

নাগরিকট্যাক্স বিষয়ে তিনি বলেন নাগরিকদের দেয়া ট্যাক্স ই নির্ভর করে পৌরসভার গ্রেড ও বরাদ্দ। যে পৌরসভায় যত পরিমান ট্যাক্স আদায় হবে সরকারিভঅবে সেই পৌরসভার বরাদ্দ তত বেশি। পৌরবাসির উদ্দেশ্যে মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন ট্যাক্স মৌকুফ চান? নাকি পৌর সভার উন্নয়ন চান? আপনাদের দেয়া কয়েকটি টাকা ট্যাক্স আপনার পৌরসভার চিত্র বদলাতে সহায়তা করছে। ট্যাক্স মৌকুফের প্রলোভনে আপনার মুল্যবান ভোট বুঝে শনে দেবার চেষ্টা করবেন বলে ভোটারদের আহব্বান করেন পৌর মেয়র।

এছাড়াও মতবিনিয় সভায় পৌর সভায় বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য প্রায় ৭৬ কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। আমি যদি আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত না হতে পারি তবে যিনি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেবেন তিনি যেন চলান কাজ গুলি সঠিক বাস্তবায় করে পৌর নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করেন এমন আহবান রেখে মত বিনিময় সভা শেষ করেন।

মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন ইলেক্ট্রীক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ২য় স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীসহ ১ম স্ত্রীর ফাঁসি

মেহেরপুরে জরিনা খাতুন নামের এক গৃহবধুকে হত্যার দায়ে স্বামীসহ প্রথম স্ত্রীর ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার সকাল ১১ টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা জজ রিপতি

কুমার বিশ্বাস এ রায় ঘোষনা করেন।

ফাঁসির দন্ড প্রাপ্ত আসামীরা হলেন, সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের নবীছদ্দীনের ছেলে সাইদুল ইসলাম ও তার ১ম স্ত্রী জমেলা খাতুন। এ রায় ঘোষনার সময় আসামীরা পলাতক ছিলেন।

মামলা এজাহারে জানা গেছে, ২০১০ সালে সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের সাইদুল ইসলাম ও তার ১ম স্ত্রী জমেলা খাতুন দুজনে মিলে ২য় স্ত্রী জরিনা খাতুনকে হত্যার পর একটি আলুক্ষেতের মধ্যে পুতে রাখে। কয়েকদিন পর পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় ২০১০ সালের ৬ জানুয়ারি হাবিবুর রহমানের স্ত্রী ও জরিনা খাতুনের বোন ফেরদৌসি খাতুন বাদী হয়ে ৫ জনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। ঘটনায় জড়িত সন্দেহে সাইদুল ইসলাম ও তার ১ম স্ত্রী জমেলা খাতুনকে আটকের পর আদালতে নেয়া হলে তারা ১৬৪ ধারায় দোষ শিকার করে জবান বন্দি দেন।

ঘটনার সাথে জড়িত না থাকায় ৩ জনকে চার্জশীট থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। মামলায় ১৪ জন সাক্ষী আদালতের তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন। আসামিদের জবানবন্দী, সাক্ষ্যগ্রহণ ও দীর্ঘ পর্যালোচনা শেষে আদালত এ আদেশ দেন।

মামলায় সরকার পক্ষে অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক এবং আসামি পক্ষে নারগিস আরা আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অনুমোদন

দীর্ঘ এক বছর পর কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন দলের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভাপতির নির্দেশক্রমে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্বাক্ষরিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির তালিকা গতকাল রবিবার জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পাঠানো হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ৭ ডিসেম্বও, কুষ্টিয়া ইসলামিয়া কলেজ প্রাঙ্গণে ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে সদর উদ্দীন খানকে সভাপতি ও আজগর আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। দীর্ঘ ১ বছর পর গতকাল রবিবার রাতে ৭৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে চারজন নারী পদ পেয়েছেন। আরও দুজন নারী সদস্য হিসেবে রয়েছেন।

অনুমোদিত কমিটিতে কয়েকটি নতুন মুখ স্থান পেয়েছে। কমিটিতে নতুন মুখ হিসেবে সহ-সভাপতি পদ পেয়েছেন কুষ্টিয়া আদালতের সরকারি কৌঁসুলি অনুপ কুমার নন্দী, কোষাধ্যক্ষ পদ পেয়েছেন ব্যবসায়ী অজয় সুরেকা। এ ছাড়া সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আসা তরুণ তিন নেতা হলেন আমজাদ হোসেন, হাসানুল আসকার ও মাজহারুল ইসলাম।

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দীন খান বলেন, প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণ নেতৃত্ব দলকে আরও সুসংগঠিত করবে।

আলমডাঙ্গার কুলপালায় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়নের কুলপালায় ব্যাডমিন্টন খেলার আয়োজন করা হয়েছে। খেলাটি শুধুমাত্র চিৎলা ইউনিয়ন এর জন্য প্রযোজ্য।

খেলাটিতে অংশগ্রহণ করেছে মোট ১৬ টি দল। গতকাল রবিবার উদ্বোধনী ম্যাচ হয়েছে। এসময় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ নেতা হারেজ মিয়া।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, প্রধান অতিথি জনাব শাহ আব্দুল বাতেন, বিশেষ অতিথি তুগ্রিল খান বাবু, সোহেল শাহ্, রইছ উদ্দিন মাস্টার, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান, নজির শেখ, টিপু মিয়া, জয়েদ শেখ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মমিন শামসুদ্দিন মল্লিক, মতি শেখ, হিটলার শেখ, রাজিব শেখ, নাজমুল শাহ, কাউসার, হামিদ, ফারুক আহমেদ প্রমুখ।